সংবাদ

তারিখ ... 0 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ৪ ...

মাউশি ও কারিগরি অধিদফতরের দুর্নীতি রোধে

শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি অনলাইনে প্রদানের কার্যক্রম শুরু

রাকিব উদ্দিন

ঘুষ, দুর্নীতি ও অনিয়মের লাগাম টানতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তি, টাইমস্কেল ও বেতনভাতা প্রদানের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে শিক্ষক-কর্মচারীদের হয়রানি লাঘব ও সেবার মান গতিশীল হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

অনলাইনে এ কার্যক্রম চালু হলে বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা এলাকা থেকেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফরম পূরণ করতে পারবেন। কাউকে এ সংক্রান্ত কাজের জন্য মাধ্যমিক ও শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে আসতে হবে না। আগামী তিন-চার মাসের মধ্যেই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বর্তমানে ২৬ হাজার ৮১টি সাধারণ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা, ৭৭৫টি কারিগরি কলেজ এবং কারিগরি স্কুলসহ প্রায় ২৮ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের ঘুষ না দেয়ায় অসংখ্য যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন না। শূন্যপদে এমপিওভুক্তির জন্যও মাউশি ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে ঘুষ ও উৎকোচ দিতে হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের। শিক্ষা প্রশাসন বারবার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ ও স্বজনপ্রীতির লাগাম টানতে পারছে না। এ বিষয়ে মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর মোমান উর রশীদ সংবাদকে বলেছেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল এমপিওভুক্তি ও টাইমস্কেল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা। শিক্ষামন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীও চান এ ধরনের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হোক।'

তিনি বলেন, 'অনলাইনে এমপিও কার্যক্রম শুরু হলে লাখ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর ভোগান্তির অবসান হবে। এমপিওভুক্তিতে নিশ্চিত হবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও স্বজনপ্রীতি। বন্ধ হবে ঘুষ ও দুর্নীতি।' এমপিওভুক্তি ও টাইমস্কেলের আবেদন ফরম পূরণসহ বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক ৪

শিক্ষক : কর্মচারীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদের সভাপতিত্বে গত ৭ ফেব্রুয়ারি সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন মাউশি'র পরিচালক (মাধ্যমিক) ও উপপরিচালক (বিশেষ), কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট মোফাখারুল ইসলাম ও সিনিয়র সহকারী সচিব (এমপিও) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ টু ওয়াই প্রকল্পের কর্মকর্তা প্রফেসর ফারুক আহমেদ।

জানা গেছে, এমপিওভুক্তি ও টাইমস্কেল ডিজিটালাইজকরণ সংক্রান্ত কমিটি সম্প্রতি একটি সভা করেছেন। ওই সভা থেকে মাউশি ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের কাছে এমপিও, টাইমস্কেল ও নিয়মিত বেতনভাতা প্রদান কার্যক্রম সহজ ও জটিলতামুক্ত করার বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের পক্ষ থেকে গত ১৯ মার্চ এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিটির সভাপতি'র কাছে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মাউশি প্রতিবেদন প্রদানে কালক্ষেপণ করছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট মোফাখারুল ইসলাম সংবাদ'কে বলেন, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও, টাইমস্কেল ও বেতনভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি কাজ করছে। কমিটি এ বিষয়ে মাউশি ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের কাছে প্রতিবেদন চেয়েছে।

তিনি চলতি বছরেই অনলাইন কার্যক্রম চালুর আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, মাউশি ও কারিগরি অধিদফতরের প্রতিবেদন পাওয়ার পরই 'সফটওয়্যার সিস্টেম ডেভেলপ'র কার্যক্রম শুরু হবে। অনলাইন কার্যক্রম চালু হলে শিক্ষক-কর্মচারীরা নিজ প্রতিষ্ঠানে বসেই ওয়েবসাইটে'র মাধ্যমে এমপিও ও টাইমস্কেলের আবেদন ফরম পূরণ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে অধিদফতরে পাঠাতে পারবেন। এতে তাদের হয়রানি কমবে, সময় বাঁচবে এবং কাজের স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের প্রতিবেদনে এমপিওভুক্তি, টাইমস্কেল প্রদান ও নিয়মিত বেতনভাতা প্রদানের বিষয়ে বলা হয়েছে, এসএসসি/দাখিল (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শিক্ষাক্রমের শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তি, টাইমস্কেল, সংযুক্ত কাগজপত্র ও বিভিন্ন সংশোধনী আবেদনসমূহ অনলাইনে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রচলিত পদ্ধতিতে এ ধরনের আবেদন জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে অধিদফতরে গ্রহণ করা হয়। আর এইচএসসি'র শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তি ও টাইমস্কেলের আবেদন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সভাপতির মাধ্যমে অধিদফতরে গ্রহণ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এমপিও ও টাইমস্কেলের আবেদনের সঙ্গে যেসব সনদপত্র সংযুক্ত করা হয়, তা নিজ নিজ শিক্ষাবোর্ড, এনটিআরসিএ'সহ সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর সনদপত্র অনলাইনের মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। ফলে ভুয়া সনদ কিংবা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কাউকে এমপিও সুবিধা দেয়ার পথ রোধ হবে।